তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ .....

দৈনিক ইত্তেফাক NOV. 22 2000

52

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভুয়া ভর্তির নেটওয়ার্ক ॥ কর্মকর্তা বরখাস্ত ছাত্রীর ভর্তি বাতিল

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ মাত্র ৪ মাসের ব্যবধানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবারও ভুয়া ভর্তির শক্তিশালী নেটওয়ার্কের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ভুয়া ভর্তির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের কর্মকর্তা আবুল হোসেনকে

(২য় পৃষ্ঠায় ৩-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

চাকুরীচ্যুত এবং অপর ৪ কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। একই ঘটনায় গণিত বিভাগের দ্বিতীয়বর্ষের ছাত্রী তাহমিদা হাসনিনেরও ভর্তি বাতিল হইয়াছে।

গত ৭ই নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় ভুয়া ভর্তির ব্যাপারে গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্ত হয়। জাল ভর্তি করার কারণে এই প্রথম কোন কর্মকর্তা চাকুরী হারাইল।

এক যুগেরও বেশী সময় ধরিয়া এই চক্রটি বিশ্ববিদ্যালয়ে চ্যান্স না পাওয়া প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নিকট হইতে ৭০/৮০ হাজার টাকার বিনিময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি করাইয়া আসিতেছিল বলিয়া জানা যায়। জাল ভর্তির এই ব্যবসার মাধ্যমে চক্রটি প্রতিবৎসর ১০/১২ লক্ষ টাকা ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হইতে হাতাইয়া নেয়। এ ব্যবসায়ের সহিত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের এক শতাধিক লোক জড়িত রহিয়াছে বলিয়া জানা যায়। কর্তৃপক্ষ ধারণা করিতেছেন চাকুরীচ্যুত আবুল হোসেন ভুয়া ভর্তি নেটওয়ার্কের মূল হোতা। গত জুলাই মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলে ৫ ছাত্রের ভুয়া ভর্তি ধরা পড়িয়াছিল। এই লইয়া গত ৬ মাসে সর্বমোট ১০ জনের ভুয়া ভর্তি ধরা পড়িল।

১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষে 'ক' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে উক্ত ছাত্রী গণিত বিভাগে ভর্তি হইয়া বিভাগ পরিবর্তনের সময় জীববিজ্ঞান অনুষদের ডীন অফিসে তাহার কাগজপত্র ধরা পড়ে। ১৯৯৯ সালের ২রা মার্চ গণিত বিভাগের প্রফেসর আ,ফ,ম খোদাদাদ খানকে আহ্বায়ক করিয়া একটি তদন্ত কমিটি করা হয়। কমিটি তদন্তের মাধ্যমে জানিতে পারে ৭০ হাজার টাকার বিনিময়ে এই ভর্তি করান হয়। এই টাকার মধ্যে আবুল হোসেন পায় ৪০ হাজার, গণিত বিভাগের কর্মচারী জাফর আহম্মেদ এবং উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের ফজলুল হক পায় ২০ হাজার টাকা। বাকী টাকা নেয় অপর ২ কর্মচারী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সাবেক ছাত্র। এই ঘটনার জন্য আবুল হোসেনকে চাকুরী হারাইতে হইলেও জাফর আহমেদ, ফজলুল হক, বেলাল উদ্দীন এবং জাফর আলকে লঘু শাস্তি প্রদান করা হয়। তবে ভুয়া ভর্তির ব্যাপার আবুল হোসেন অস্বীকার করিয়া বলেন, 'আমাকে ফাঁসান হইয়াছে। আমি আদালতে যাইব।